আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন
Date:06-01-2015 Page 04, Col 1-2 Size:08 Col*Inc

বিনিয়োগ স্থবিরতা

রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সহাবস্থানের পরিবেশ সৃষ্টি না হওয়ায় বেসরকারি খাতের উদ্যোক্তাদের মধ্যে এক ধরনের অনিশ্চয়তা বিরাজ করছে। এ অনিশ্চয়তার কারণে দেশে অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগে স্থবিরতা চলছে। বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডির) পক্ষ থেকে বলা হয়েছে রাজনৈতিক সংঘাত সহিংসতায় রূপ নিতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এ ধরনের সহিংসতা দেশীয় বিনিয়োগসহ বিদেশি বিনিয়োগের জন্যও প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে পারে। বিদেশি বিনিয়োগকারীরা কোথাও বিনিয়োগ করতে গেলে অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেন। যে দেশে অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগের গতি মন্থর বিদেশি বিনিয়োগকারীরা সে দেশকে এড়াতে চান। বাংলাদেশে গত এক বছর দৃশ্যত রাজনৈতিক স্থিতিশীল পরিবেশ বজায় রয়েছে। অর্থনীতির প্রায় সব সূচকই সাফল্যের মুখ দেখেছে। গত কয়েক বছরের মতো এ বছরও জিডিপির উচ্চ প্রবৃদ্ধি আশা করা হচ্ছে। নেতিবাচক চিত্র ফুটে উঠেছে শুধু বিনিয়োগ ক্ষেত্রে। বিশ্বব্যাংকের রিপোর্টেও বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রায় সব সূচক ইতিবাচক ধারায় চললেও বিনিয়োগ সম্পর্কে হতাশা ব্যক্ত করা হয়েছে। দেশে অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগে স্থবিরতা থাকায় ব্যাংকে অলস টাকার পাহাড় জমছে। বিনিয়োগকারীদের একাংশ তাদের মূলধন বিদেশে নেওয়ারও চেষ্টা করছে। রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার পাশাপাশি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের রক্ষণশীল ঋণনীতির ফলে ব্যাংকগুলো তাদের ঋণদান ক্ষমতার অর্ধেকের কিছু বেশি সদ্ব্যবহার করতে পারছে। ফলে চলতি বছরের বাজেট ঘোষণার সময় বিনিয়োগের যে স্বপ্নকল্প তুলে ধরা হয়েছিল তার বাস্তবায়ন অসম্ভব হয়ে পড়ছে। একদিকে রাজনৈতিক সমঝোতার অভাব অন্যদিকে উদ্যোক্তাদের ঋণদানে ব্যাংকগুলোর রক্ষণশীল মনোভাব বিনিয়োগ ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব রাখছে। রাষ্ট্রায়ত্ত বা বেসরকারি ব্যাংকগুলো ঋণদানের ক্ষেত্রে তাদের অর্থের নিরাপত্তার দিকগুলো দেখবে, এতে কারোর আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু এই অজুহাতে ঋণপ্রাপ্তির যোগ্যতা রাখে এমন প্রতিষ্ঠানকে ঋণদানের ক্ষেত্রে তারা সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগবে এমনটিও কাম্য হতে পারে না। দেশীয় বিনিয়োগের গতি মন্থর থাকায় বিদেশি বিনিয়োগও নিরুৎসাহিত হচ্ছে। অলস টাকার পাহাড় গড়ে ওঠায় জামানতকারীদের লভ্যাংশ গুনতে গিয়ে হিমশিম খেতে হচ্ছে ব্যাংকগুলোকে। এ অবস্থার অবসান ও স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশের স্বার্থে রাজনীতিতে সমঝোতার আবহ সৃষ্টি করতে হবে।

ভোরের ডাক
Date:06-01-2015 Page 04, Col 1-2 Size: 10 Col*Inc

বিনিয়োগে স্থবিরতা

সিপিডির পরামর্শ আমলে নিন

বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ সিপিডি এক আলোচনায় দেশের বর্তমান বিনিয়োগ পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। আলোচনা সভায় বর্তমানে ছয় দশমিক পাঁচ শতাংশ প্রবৃদ্ধি নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করা হলেও কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের জন্য প্রবৃদ্ধি কমপক্ষে ৮ শতাংশে উন্নীত করা অপরিহার্য। সেক্ষেত্রে ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগের পরিমাণ আরো যথেষ্ট বাড়াতে হবে। ৫ জানুয়ারির নির্বাচনের পর একধরনের স্থিতিশীল পরিবেশ পরিলক্ষিত হওয়ায় বিনিয়োগে কিছুটা গতি আসে; কিন্তু সেই গতি কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে ছিল না। বর্তমানে বিনিয়োগের সেই ধারাবাহিকতাও রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না। এর প্রধান কারণ জনসাধারণ দীর্ঘমেয়াদি রাজনৈতিক স্থিতিশীল সঙ্কটে ভুগছে। এছাড়া অবকাঠামোগত সমস্যা ছাড়াও জ্বালানির সমস্যা তো আছেই।

সরকার দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করতে যে পরিকল্পনা নিয়েছে, তাতে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা গুরুত্বপূর্ণ একটি ইস্যু। সেক্ষেত্রে সরকারকেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। বিশেষ করে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার নিশ্চয়তার পাশাপাশি ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। এখনো গ্যাস-বিদ্যুতের অনিশ্চয়তা নিয়েই উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগ করতে হয়। দীর্ঘ মেয়াদে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এটি বড় ধরনের বাধা। এছাড়া অবকাঠামোগত সমস্যা এবং ব্যাংক ঋণের উচ্চ সুদ তো আছেই। নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও দেশ যতটা এগিয়েছে তার বেশিরভাগ কৃতিত্বই বেসরকারি উদ্যোক্তা, কৃষক এবং প্রবাসী শ্রমিকদের। বেসরকারি উদ্যোক্তাদের কল্যাণে দেশে কর্মসংস্থানের সংখ্যা যেমন বেড়েছে, তেমনি বেড়েছে রফতানি আয়– যা রিজার্ভকে শক্তিশালী করতে জোরালো ভূমিকা রাখছে। তাই ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপই নিতে হবে। ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগ মন্দায় অর্থনীতির অন্যান্য সূচকেও ধীরগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। তাই বিনিয়োগ স্থবিরতা কাটানো অত্যন্ত জরুরি একটি বিষয়।

The Daily Star
Date:06-01-2015 Page 06 Col 1-2 Size:10 col*inc

Govt. stance on banking sector

Stop encouraging financial malpractice

AN economic review of this fiscal year by the private think-tank CPD has highlighted that the government stance on the banking sector – in particular its decisions to recapitalise state banks despite their financial malpractices and to reschedule bad loans –will have a negative impact on the economy and the banking sector.

Last week, the government provided Tk. 1,500 crore to the two most-scam hit state banks – Sonali and BASIC – to meet their large-scale capital shortfall. Meanwhile, the loans ofBeximco Group, Janata and Sonali Bank have been rescheduled.

These actions are troubling for a number of different reasons. The recapitalisation of state banks raises questions about allocation of public resources to keep afloat organisations encumbered by corruption, malpractices and lack of accountability. Capital infusion in the past year has seen no improvement in state banks. The government has continued to not hold high-up officials of scam-hit banks, reported to be involved in the malpractices, accountable; rather, by funneling tax-payers' money to these institutions, the government is essentially rewarding them and fostering a culture of fraudulence.

The government is not only recompensing public institutions, but also selected private institutions who curry political favours, and hence can engage in malpractices with impunity. The concentration of outstanding loans in the hands of a few business groups, as CDP suggests, will further weaken the banking sector.

The lack of oversight in the banking sector and the rewarding of defaulting institutions need to be checked immediately if confidence in the banking sector is to be restored. Concrete steps must be taken to prevent, rather than encourage, financial malpractices.

দৈনিক
দিনকাল
Date:6-01-2015 Page4, Col 1-2 Size: 14 Col*Inc

বিনিয়োগ নেই

হাজার হাজার কোটি টাকা পাচার

বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) গত শনিবার এক সংবাদ সম্মেলনে দেশের অর্থনীতির উদ্বেগজনক চিত্র তুলে ধরেছে। সিপিডি বলেছে, গত এক বছরে দেশে বিনিয়োগ তো হয়ইনি, উল্টো বিপুল পরিমাণ অর্থ পাচার হয়েছে দেশ থেকে, যা টাকার অংকে বৈদেশিক সাহায্যের চেয়েও বেশি। সিপিডির আশঙ্কা, পাচারের অর্থই আবার দেশে ফিরে আসছে বৈদেশিক বিনিয়োগ ও ঋণ হিসেবে। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার ৮ শতাংশের বেশি এবং জিডিপি-বিনিয়োগ অনুপাত ৩২ শতাংশের বেশি হওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে প্রবৃদ্ধি ৬ ও বিনিয়োগ ২৬ শতাংশেই আটকে রয়েছে। অবাস্তব লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করায় রাজস্ব সংগ্রহে এ বছরও ২৫ হাজার কোটি টাকা ঘাটতি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। সংবাদ সম্মেলনে সিপিডির বিশেষ ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য উল্লেখ করেন, '২০১২ সালে দেশের অর্থ বিদেশে পাচার হয়েছে ১৮০ কোটি ডলার, যা বৈদেশিক সাহায্যের চেয়ে বেশি।'

বস্তুত, ২০১৪-১৫ অর্থবছর নয়, দেশের অর্থনীতি স্থবির হয়ে পড়েছে আরো আগেই। তবে গত বছর ৫ জানুয়ারির প্রহসনের নির্বাচনের পর পরিস্থিতি অনেক খারাপ পর্যায়ে চলে গেছে যেটা সিপিডির মূল্যায়নেও উঠে এসেছে। সিপিডি অর্থনৈতিক দুরবস্থা যা দেশে বিনিয়োগ না হওয়ার জন্য প্রধানত তিনটি কারণ চিহ্নিত করেছে। আর তার অন্যতমই হচ্ছে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা। আওয়ামী লীগ ২০০৯ সালে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকেই দেশে বিনিয়োগ এক প্রকার বন্ধ। গত বছর ৫ জানুয়ারির কথিত নির্বাচনের পর কেউ এ ব্যাপারে আগ্রহও দেখাচ্ছে না, উল্টো বিনিয়োগ প্রত্যাহারের প্রবণতাই লক্ষ্যণীয়। দেশে একদিকে দীর্ঘ সময় ধরেই বিনিয়োগ হচ্ছে না, ঋণ সরবরাহ কমে গেছে, রফতানি আয়ে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে, রেমিট্যান্স প্রবাহ কমে গেছে, বাজারে কমেছে ডলারের সরবরাহও। স্বাভাবিকভাবেই সার্বিক অর্থনীতিতে পড়েছে এর দুষ্ট প্রভাব। এই পরিস্থিতি আরো বিলম্বিত হলে দেশের অর্থনীতির পুরোপুরি ধ্বংস অনিবার্য হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক। অর্থনীতিবিদরা বলছেন, সরকারের পক্ষ থেকে বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য নানা উদ্যোগ নেয়ার কথা বলা হলেও বাস্তবে কোনো কিছুই করা হচ্ছে না। সরকারের নীতিনির্ধারকদের কথা কাগজে-কলমেই থেকে যাচ্ছে। শুধু বিনিয়োগ নয়, অর্থনীতির প্রায় প্রতিটি সূচকই নিম্নমুখী। সরকারের আর্থিক, মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার-সংক্রান্ত কো-অর্ডিনেশন কাউন্সিলের সাম্প্রতিক বৈঠকেও তা উঠে আসে। এডিপি বাস্তবায়নের হার বর্তমানে গত চার অর্থবছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। ছয়টির বেশি মন্ত্রণালয় এক টাকাও ব্যয় করতে পারেনি। একই অবস্থা রাজস্ব আহরণ ও রফতানি আয়েরও। গার্মেন্ট খাত রফতানি আয়ের প্রধান উৎস। কিন্তু তাতেও নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। রানা প্লাজা ধসের সঙ্গে এই খাতও ধসে গেছে। রফতানি আয় বা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের দ্বিতীয় প্রধান উৎস রেমিট্যান্স। সেটাও আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় বসার পর আশঙ্কামাত্রায় কমে গেছে। এককথায় অর্থনীতির কোনো সূচকেই আশার আলো নেই। খোদ অর্থমন্ত্রী স্বীকার করেন, আমরা বিনিয়োগের খরায় পুড়ে যাচ্ছি। তিনি এটাও স্বীকার করেন যে, টাকা দেশে বিনিয়োগ না হয়ে বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে। এরই মধ্যে সুইজারল্যান্ডের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও ইউএনডিপির অর্থ পাচার-সংক্রান্ত রিপোর্টেও বিষয়টি খোলাসা হয়ে গেছে। ওসব রিপোর্টে দেখানো হয়েছে, গত কয়েক বছরে বাংলাদেশ থেকে দুর্নীতির হাজার হাজার কোটি টাকা পাচার হয়ে গেছে। শুধু সুইস ব্যাংকেই বাংলাদেশীদের গচ্ছিত অর্থের পরিমাণ বেড়েছে ৬২ শতাংশ।

যে দেশে অবাধ দুর্নীতি চলে, জনগণের কষ্টার্জিত অর্থ নানাভাবে লুট হয়ে চলে যায় বিদেশে, সে দেশে বিনিয়োগ হবে কি করে এবং অর্থনীতির অবস্থাও বা ভালো হবে কিভাবে? স্বীকার করতেই হবে, দেশে জনগণের সত্যিকারের নির্বাচিত সরকার থাকলে এমন অবস্থা সৃষ্টি হতো না। অবৈধ সরকারের জনগণের কাছে কোনো দায়বদ্ধতা নেই। ফলে যা ঘটবার তাই ঘটছে। কিন্তু এ পরিস্থিতি নিশ্চয়ই মেনে নেয়া যায় না।

যুগান্তর
Date:06-01-2015 Page 04, Col 1-2 Size 10 col*inc

সিপিডির পর্যবেক্ষণ

স্থবির অর্থনীতিকে সচল করার বিকল্প নেই

গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) চলতি অর্থবছরের প্রথমার্ধের মূল্যায়ন প্রতিবেদন তুলে ধরেছে সম্প্রতি। দেশের অর্থনীতির মূল সমস্যাগুলো তুলে ধরা হয়েছে তাতে। অর্থনীতির প্রাণ হচ্ছে বিনিয়োগ— সেই বিনিয়োগেই চলছে খরা। দেশে বিনিয়োগ না বাড়লেও বেড়েছে অর্থ পাচার। অর্থাৎ বিনিয়োগ করার মতো অর্থ থাকলেও সে অর্থ দেশ থেকে পাচার হয়ে যাচ্ছে, দেশে থাকছে না। ২০১২ সালে দেশ থেকে প্রায় ২ দশমিক ৮ বিলিয়ন ডলার পাচার হয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এসব অর্থ পাচার হচ্ছে শূন্য শুল্কের মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির কথা বলে।

সিপিডি ওই গবেষণা প্রতিবেদনে দেশের অর্থনীতির নানা দুর্বলতার দিক তুলে ধরে বিনিয়োগ না হওয়ার নেপথ্যের তিনটি বিষয় শনাক্ত করেছে। সেগুলো হল— অবকাঠামো সমস্যা, মুদ্রা ও পুঁজিবাজারে সংস্কারের অভাব এবং রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা। অর্থাৎ প্রথমত, গ্যাস, বিদ্যুৎ, জমি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার স্বল্পতা। আমলাতান্ত্রিক প্রতিবন্ধকতা ও দুর্নীতি। দ্বিতীয়ত, ব্যাংকিং খাত ও পুঁজিবাজারের কাঙ্ক্ষিত সংস্কারের অভাব। তৃতীয়ত, রাজনীতির সহিংস স্বরূপ— অশান্তি, অস্থিতিশীলতা। উপর্যুক্ত কারণগুলো বেসরকারি বিনিয়োগের অন্তরায় হয়ে কালাপাহাড় রূপে দাঁড়িয়ে আছে অর্থনীতির চাকাকে অনড় করে দিয়ে।

গত বছরের ৫ জানুয়ারি সংবিধানের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার নির্বাচন সম্পন্ন হলেও ধারাবাহিকতা রক্ষা করা যাচ্ছে না শান্তি ও সামাজিক নিশ্চয়তার। ফলে সমাজে সন্ত্রাস বৃদ্ধি পেয়েছে, সংকুচিত হয়েছে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা। আর যেখানে জীবনেরই নিরাপত্তার নিশ্চয়তা নেই, সেখানে অর্থের নিশ্চয়তা থাকবে কী করে? অন্যদিকে, ব্যাংকিং খাতের অতিরিক্ত সুদের কারণে ১ লাখ ৪২ হাজার কোটি টাকার মতো তরল অর্থ ব্যাংকে অলস ঘুমিয়েছে। অর্থাৎ, অর্থনীতি এক অনর্থ সময় পার করছে। মরচে ধরেছে অর্থনীতির চাকায়। এ সময়ে দেশে গ্যাস-বিদ্যুৎ উপাদন ও বিতরণ বাড়লেও শিল্প খাতে প্রত্যাশিত হারে বাড়েনি এর ব্যবহার কিংবা বিতরণ। আবার কমে আসছে জনশক্তি রফতানি থেকে পাওয়া বৈদেশিক মুদ্রার রেমিটেন্সও। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি আশাব্যঞ্জক নয়।

রাজনৈতিক অনিশ্চয়তায় কী ঘটে থাকে তার প্রমাণ গত দুই-তিন দিনের বাংলাদেশ। বিরোধী দলের কোনো হরতাল-অবরোধের ঘোষণা ছাড়াই অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে সারা দেশ। এ অচলাবস্থা কোনোভাবেই সুস্থ রাজনীতির পরিচায়ক নয়। আমরা আশা করি, দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব বিষয়টি উপলব্ধি করে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা দূরীকরণে কার্যকর ও স্থায়ী সমঝোতায় পৌঁছাবেন। দেশকে মুক্তি দেবেন দুঃসহ পরিস্থিতি থেকে। অর্থনীতিকে সচল করবেন দেশ ও দেশের মানুষের বাঁচার স্বার্থে।